কুর্মিটোলায় ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ: চার্জ গঠন ২৬ আগস্ট

রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতাল এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার মজনুর বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত। আগামী ২৬ আগস্ট অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছে।

রোববার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার এই আদেশ দেন।

এর আগে ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনার মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার অভিযোগপত্রে ১৬ জনকে সাক্ষী করা হয়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোনসহ মামলার আলামত হিসেবে ২০ ধরনের জিনিসপত্র জব্দ দেখানো হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলা হয়, গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী রাজধানীর কুর্মিটোলা বাসস্ট্যান্ড থেকে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গলফ ক্লাবসংলগ্ন স্থানে পৌঁছান। এ সময় আসামি মজনু তাকে তুলে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় ওই শিক্ষার্থীর বাবা ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা করেন। পরে র্যা ব-১ অভিযান চালিয়ে মজনুকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর রিমান্ডে মজনু ওই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করে। পরে ১৬ জানুয়ারি আদালতে সে এ বিষয়ে জবানবন্দিও দেয়। পুলিশ আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলেছে, আসামি মজনু একজন অভ্যাসগত ধর্ষক (সিরিয়াল রেপিস্ট)। প্রতিবন্ধী ও ভ্রাম্যমাণ নারীদের ধর্ষণ করে আসছিল সে।

সূত্র- যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ, মামলা করায় ধর্ষীতার পরিবারকে হুমকি

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের আড়িয়া গ্রামের চকপাড়ায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলছাত্রী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রভাবশালী ঘরের ছেলে তন্ময়ের বিরুদ্ধে। ধর্ষণ এবং তাদের মধ্যকার অন্তরঙ্গ অশ্লীল কোথপোকথন মোবাইলে ভাইরাল করে দিয়েছে তন্ময়।

এঘটনায় নাবালিকার পিতা বাদি হয়ে অভিযুক্ত তন্ময় ও তার পিতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। তবে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিকে মামলা করায় ধর্ষীতার পরিবারকে নানাভাবে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে ধর্ষকের সাঙ্গপাঙ্গরা।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামের চকপাড়ার হতদরিদ্র পরিবারের এক নাবালিকা মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে একই পাড়ার প্রভাবশালী মুকুল হোসেনের ছেলে শাহিন আরেফিন তন্ময়।

নাবালিকা মেয়ে অভিযোগ করে বলেন, প্রেমের একপর্যায় তন্ময় বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ডেকে নিয়ে তার দেহভোগ করে। প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকে তন্ময়ের সাথে মোবাইলে নিয়মিত অন্তরঙ্গ কথাবার্তা চলতে থাকে। আমি বুঝতে পারেনি আমাদের মধ্যকার কথাবার্তা তন্ময় তার মোবাইলে রেকডিং করে রাখে। প্রথম দিনের ঘটনার পর থেকে সে এসব নেটে ছেড়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তার কথামত চলতে বলে। আমি তন্ময়ের কথায় ভয় পেয়ে তার কথামত চলতে থাকি। আমার সাথে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে তন্ময় তার মোবাইলে ধারণকৃত কথোপোকথন সাপ্তকানিক আগে বিভিন্ন জনের মোবাইলে ছেড়ে দেয়।

মেয়ের পিতা ছেলের এহনো কর্মকাণ্ডের বিষয়টি মুকুল হোসেনকে জানালে উল্ট ছেলের অপরাধ ঢেকে মেয়ের কুৎসা রটাতে থাকে। মেয়ের সর্বনাশের বিষয়টি জানতে পেরে হতদরিদ্র পিতা দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং

বিচার চেয় গ্রাম্যমাতব্বরদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণদিতে থাকে।

শেষমেশ উপায়অন্ত না পেয়ে বুধবার মেয়ের পিতা অভিযুক্ত তন্ময়ের বিরুদ্ধে ধর্ষন ও অপরাধীকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করার অপরাধে মুকল হোসেনকে আসামী করে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলা দায়েরের ৪ দিন অতিবাহিত হলেও পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

এদিকে মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা দর্শনা থানার তদন্ত ওসি মাহাবুর রহমান বলেন, আসামীদের গ্রেফতারে সর্বাত্নক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গ্রামসূত্রে জানাগেছে, অভিযুক্ত তন্ময়ের পিতা গ্রামের প্রভাবশালী ব্যাক্তি হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কেউ মুখখুলতে সাহস পাচ্ছে না। এমন কি মেয়ের পরিবারকে নানাভাবে হুমকি ধামকি অব্যাহত রেখেছে।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা

চুয়াডাঙ্গা শহরের শান্তিপাড়ায় এক গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকালে শান্তিপাড়ার একটি বাড়িতে এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ মোহাম্মদ ফখরুল আলম খান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের শান্তিপাড়ার এক গৃহবধু থানায় এসে অভিযোগ করেন যে, তাকে শান্তিপাড়ার আলমগীর হোসেনের ছেলে নাঈম হোসেন ধর্ষণ করেছে।

নাঈমের বাড়িতে এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। সকাল ১০টার দিকে ওই গৃহবধু শান্তিপাড়ার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নাঈম ও তার দুসহযোগি অপু হোসেন ও রতন আলী ওই গৃহবধুকে জোরপূর্বক নাঈমের বাড়িতে নিয়ে যায়। তারপর নাঈম তাকে ধর্ষণ করে।

ওই গৃহবধু বাড়ি ফিরে পরিবারের অন্যদের ঘটনা জানান এবং সন্ধ্যায় সদর থানায় এসে নাঈম হোসেন, অপু হোসেন ও রতন আলীকে আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। মঙ্গলবার রাতেই চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ওই গৃহবধুর ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

ওসি আরো জানান, এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট ও তদন্তের পর বিস্তারিত জানানো সম্ভব হবে।

দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

‘ধর্ষণসহ সকল নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আমরা’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রাচত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা মানবাধিকার ফোরাম। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মানবাধিকার কর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা মানবাধিকার ফোরামের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন, সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, মানবাধিকার কর্মী রুবেল হোসেন, অধ্যক্ষ সুব্রত মল্লিক, সাজেদুর রহমান ফেটু, সুরাইয়া পারভীন মলি, আশরাফুন্নাহার আশাসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা, দেশব্যাপী নারী-শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদ জানিয়ে দোষিদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানান। সেই সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

হরিণাকুন্ডুতে ভাই ভাই ক্লিনিকের মালিকের বিরুদ্ধে নার্সকে ধর্ষণের অভিযোগ থানায় মামলা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে এক নার্সকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ভাই ভাই ক্লিনিকের মালিক আসমত আলীর বিরুদ্ধে।

বুধবার দুপুরে ওই নার্স ক্লিনিক মালিকসহ দুই জনের বিরুদ্ধে থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করেন।

নার্স জানান, উপজেলা শহরের হাসপাতাল মোড়ে অবস্থিত ভাই ভাই ক্লিনিকে দীর্ঘ ৭ মাস যাবৎ কাজ করছেন ওই নার্স।

গত ৩ মাস ধরে ক্লিনিক মালিক আসমত আলী বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করেন তাকে। এক পর্যায়ে গর্ভবতী হয়ে গেলে বিয়ের জন্য চাপ দেন তিনি। এতে আসমত আলী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং ১৪/১৫ দিন আগে জোরপূর্বক গর্ভপাত করান তাকে।

হরিণাকুন্ডু থানার ওসি আসাদুজ্জামান বলেন, ওই নার্সকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের গ্রেফপ্তার করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে মানসিক প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, একজন গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে মানসিক প্রতিবন্ধী এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে খবির(৫৫) নামের এক একজন গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার হিন্দা গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত খবির হিন্দা গ্রামের পশ্চিম পাড়ার চায়েন উদ্দীনের ছেলে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, মানসিক প্রতিবন্ধী এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে খবির নামের এক লম্পটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার ঐ প্রতিবন্ধীর ভাবি খবির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা দায়ের করেছেন। যার মামলা নং ১০। প্রতিবন্ধীর ভাবি জানান, ধর্ষণের কারণে তার ননদ প্রতিবন্ধী গর্ভবতী হয়ে পড়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত ০৭জুন প্রতিবন্ধীর বাড়ির পার্শে একটি পাট ক্ষেতে নিয়ে তাকে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে লম্পট খবির। এরপর গর্ভবতী হয়ে পড়ে সে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আলী রেজা জানান, ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হবে। এছাড়া ধর্ষণ মামলার আসামী খবিরকে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

-নিজস্ব প্রতিনিধি